লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, মঙ্গলবার, ১ আগস্ট ২০১৭
*Port Blair•Tuesday•August 1, 2017*
*Arthik Lipi, Page 3*

# বিকাশের মনোনয়ন বাতিলে ষড়যন্ত্র দেখছে সিপিএম

## নির্বাচন কমিশনকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা: পার্থ

**স্টাফ রিপোর্টার:** রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মনোনয়ন বাতিলের ঘটনা নিয়ে সোমবার দিনভর সরগরম রইল রাজ্য রাজনীতি। বামপ্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের ঘটনায় সিপিএম ও তৃণমূলের মধ্যে চাপানউতোর চরমে ওঠে। ঘটনার পিছনে ষড়যন্ত্র দেখছে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মনোনয়ন বাতিল হওয়ার পর বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বিকাশবাবুর মনোনয়ন বাতিল করা হবে, এটা আগে থেকেই ঠিক ছিল। বড় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছি আমরা।' তৃণমূলকে আক্রমণ করে সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'তৃণমূল আপত্তি জানিয়েছিল। আসলে ওরা ভয় পেয়েছে।' তবে সিপিএমের এই আক্রমণের জবাব দিতে এতটুকু দেরি করেনি তৃণমূল কংগ্রেস। দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় সুজন চক্রবর্তীর মন্তব্যের জবাব দিয়ে বলেন, 'তৃণমূলের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।' সিপিএমকে তাঁর খোঁচ, 'ওরা কখনও অঙ্ক করে দেখেছে? অঙ্ক করলেই বুঝে যেত ওদের কোনও চান্স নেই।' পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আরও মন্তব্য, 'আসলে ওরা নির্বাচন কমিশনকে কলঙ্কিত করতে চাইছে।' প্রসঙ্গত, রাজ্যসভা নির্বাচনে রাজ্য থেকে ষষ্ঠ আসনে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে সিপিএম ও কংগ্রেসের মধ্যে সমঝোতা চলছিল। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরিকে প্রার্থী করা হলে সমর্থন জানানো হবে বলে কংগ্রেসের তরফেব বলা হয়। কিন্তু সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির আপত্তিতে সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। শেষমেশ মীরা কুমারকে প্রার্থী করা হবে বলে আলোচনা শুরু হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রদীপ ভট্টাচর্যকে প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করে কংগ্রেস। গত বৃহস্পতিবার তাঁর নাম চূড়ান্ত হয়। বামফ্রন্টকে কিছু না জানিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী ঠিক করার পরেই সিপিএম শরিকদলগুলিকে নিয়ে তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে। রাজ্যসভার প্রার্থী হিসাবে পরের দিন শুক্রবার সকালেই বিকশরঞ্জন ভট্টাচার্যের নাম ঘোষণা করা হয়। ওইদিনই মনোনয়ন জমার শেষ দিন ছিল। বিকেল ৩টের মধ্যে বিকশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে মনোনয়ন সংক্রান্ত সমস্ত নথি জমা দিতে হত। কিন্তু সেই নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। সময়মতো মনোনয়ন জমা পড়েনি বলেই অভিযোগ ওঠে। যদিও সিপিএমের দাবি ছিল, তারা সময়মতো নথি জমা দিয়েছে। এই নিয়ে শুনানির পর নির্বাচন কমিশন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মনোনয়ন বাতিল করে। মনোনয়ন বাতিল প্রসঙ্গে এদিন সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'প্রথম থেকেই মনোনয়ন বাতিল করার চেষ্টা চলছিল। ২৮ তারিখ বাতিল করার চেষ্টা করেও পারেনি। ২৯ তারিখ স্ক্রুটিনির সময় বাতিল করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু যুক্তি তর্কে পারেনি।

নির্বাচন কমিশনকে বাম পরিষদীয় দলনেতার কটাক্ষ, '২৮ জুলাই মনোনয়ন পত্রের সেকেন্ড এফিডেভিট ৩টে ২ মিনিটে জমা দেওয়া হয়। কিন্তু তা ৩টের মধ্যে জমা দেওয়ার কথা ছিল। যেহেতু ৩টে বেজে যায় তাই তারা এফিডেভিট গ্রহণ করেননি। আর গ্রহণ করেননি মানেই সেটা পাননি। আর সেটা ইনকমপ্লিট। আর তাই মনোনয়ন বাতিল করা হল। বাতিল যে ঘোষণা করবেন সেটা আগে থেকেই ঠিক ছিল। এই নিয়ে সিপিএমকে বিঁধতে ছাড়েননি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপি যেমন স্বাশাসিত সংস্থাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে, ঠিক একই কায়দায় সিপিএম নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতাকে চ্যালেঞ্জ করছে।

# টিএমসিপি-র গোষ্ঠী সংঘর্ষে রক্তাক্ত জয়পুরিয়া কলেজ

**স্টাফ রিপোর্টার:** তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল জয়পুরিয়া কলেজ। বুধবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ শুভজিৎ দত্ত ও সুদীপ সাহা নামে টিএমসিপি-র দুই নেতার গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে আহত হয় দু'জন।

ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সুদীপ সাহা অভিযোগ করেন, জয়পুরিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ দত্ত ও তার অনুগামীরা কলেজের ফেস্ট ও ম্যাগাজিন বাবদ প্রায় সাড়ে ১০ লাখ টাকা নয়ছয় করেছে। এই অভিযোগে প্রথমে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা শুরু হয়। পরে তা হাতাহাতির রূপ নেয়। দুই গোষ্ঠীর এই সংঘর্ষের জেরে আহত হয় সুদীপ সাহার অনুগামী বলে পরিচিত অভিজিৎ ব্যানার্জি ও রৌনক দে। তাদের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আহতদের কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার পর তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১০ দিন কলেজের ছাত্র সংসদ বন্ধ রাখা হবে। এই ঘটনার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়ে কলেজের পড়ুয়ারা।

ঘটনাস্থলে আসে শ্যামপুকুর থানার পুলিশ। শুভজিৎ দত্তর পক্ষ থেকে সুদীপ সাহার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। তবে ঘটনার পর থেকে পলাতক দুই নেতা।

*সোমবার কলকাতার মহাজাতি সদনে আর্যভট্ট ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজন করা হয়েছিল ষষ্ঠ বার্ষিক অ্যাস্ট্রোলজিকাল কনফারেন্সের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি পৃথ্বিরাজ সেন, রাজ্য আইন কমিশনের চেয়ারম্যান প্রণব কুমার সেন, বিধায়ক অশেস দেব প্রমুখ।*

## আরজেপি-র প্রতিষ্ঠা দিবস পালন

**স্টাফ রিপোর্টার:** রাষ্ট্রীয় জনসচেতন পার্টি (আরজেপি)-র পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে দলের নবম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়। সোনারপুর কেন্দ্রীয় অফিসেও পতাকা উত্তোলন করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই জুলাই, ২০১৭-তে আমাদের পুরনো কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে আগস্ট, ২০১৭ থেকে জুলাই, ২০২০ মোট তিন বছরের কমিটি নির্বাচন করা হয়। সর্বভারতীয় সভাপতি হিসাবে আবার পুনর্নির্বাচিত হলেন বাদল দেবনাথ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি হিসাবে অজয়রায় নির্বাচিত হন। সর্বভারতীয় সভাপতি বাদল দেবনাথ জানান, তৎসহিত অন্যান্য রাজ্যের আহ্বায়ক মনোনীত করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটিতে আগামী ৩ বছরের জন্য সাধারণ সম্পাদক থাকছেন অজয়রায়, উত্তম কুমার দত্ত, কৃষ্ণকান্ত সিং ও সহ সভাপতি অমিত সেনগুপ্ত, প্রণব সাহা এবং সম্পাদক থাকছেন সুনীল পণ্ডিত সহ মোট ৫৭ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হল।

আবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটিতে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে গোপাল নস্কর, প্রবন্ধ মণ্ডল নির্বাচিত হন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪৭ জনের রাজ্য কমিটিও গঠন করা হয়। বাদলবাবু আরও জানান, সর্বভারতীয় যুব সভাপতি তরুণ মুখার্জি, সর্বভাতীয় সংখ্যালঘু সভাপতি মাহবুদ আলি, মহিলা সংগঠনের সংঘমিত্রা মুখার্জি প্রমুখ।

*বিধানসভায় রাজ্য থেকে রাজ্যসভার ছয় প্রার্থী। বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূলের পাঁচ ও কংগ্রেসের এক প্রার্থী রাজ্যসভায় সাংসদ হতে চলেছেন।*

*গোপালনগর ৭৮ পল্লীর খুঁটি পুজোয় মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।*

# পাহাড়ের সমস্যা সমতলে টেনে আনছে তৃণমূল সরকার, অভিযোগ বিজেপির

*সাংবাদিক সম্মেলনে সায়ন্তন বসু, মনোজ টিগ্গা সহ অন্যান্যরা।*

**স্টাফ রিপোর্টার:** পাহাড়ের অশান্ত পরিবেশকে সমতলে টেনে আনার চেষ্টা করছে তৃণমূল সরকার। এমনই অভিযোগ বিজেপির। এমনকী তাদের নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের। সোমবার দলের রাজ্য দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু বলেন, 'দার্জিলিংয়ে যে সমস্যা সেই সমস্যা সমতলে ছড়িয়ে পড়ছে। রাজ্য সরকারই চাইছে সমস্যা হোক। যাতে আদিবাসীদের সঙ্গে মোর্চার লড়াই হয় রাজ্য সরকার সেই চেষ্টা করছে বলেই অভিযোগ সায়ন্তন বসুর।

তিনি বলেন, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি নেতাদের চাপ দেওয়া হচ্ছে। তাদের বলা হচ্ছে, তৃণমূলে আসুন। এমনকী পুলিশ পৌঁছে যাচ্ছে বিজেপি বিধায়কের হোস্টেলেও। সরকার চাইছে আদিবাসীদের সঙ্গে মোর্চার লড়াই হোক। সেই কারণেই এইসব করছে।

উত্তরবঙ্গ থেকে বিজেপি বিধায়ক মনোজ টিগ্গা বলেন, 'তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আমাদের দলে আসুন। পাহাড়ের শান্তি সমতলে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে তৃণমূল। আমরা শান্তি চাই। কিন্তু তৃণমূল ও রাজ্য সরকার সেটা চায় না। তাদের কাছে এই সবের প্রমাণ আছে বলেও দাবি সায়ন্তন বসুর।